29 JUN 2003

দৈনিক ইত্তেফাক

আগামীকাল বার্ষিক অধিবেশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় 'সিনেটের' ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রশ্ন—

সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সিনেটের কাজ কি? সদ্যসমাপ্ত সারাদেশব্যাপী জাকজমকপূর্ণভাবে সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট, প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর এবং আগামীকাল সোমবার সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে সচেতন শিক্ষক সমাজের কাছে এ প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। একই সাথে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তনে অতীতে কিংবা বর্তমানে সিনেট সদস্যরা কি কোন ভূমিকা রাখতে পারছেন?

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ অধ্যাদেশের পার্ট-১ এর ১২নং ধারায় সিনেট সদস্যদের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে সিনেটের বার্ষিক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি সংশোধনের জন্য সিন্ডিকেট থেকে প্রেরিত প্রস্তাব অনুসমর্থন করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী ও বার্ষিক বাজেট (সিন্ডিকেট কর্তৃক পূর্বেই প্রস্তাবিত ও গৃহীত) বিবেচনা ও পাস। অধ্যাদেশের ১১(১) ধারায় বলা হয়েছে, সিনেট সদস্যরা ভিসি (৭ম পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট

(৩য় পৃঃ পর)

নিয়োগের জন্য তিনজনের একটি প্যানেল নির্বাচন করবে। এছাড়া সিনেট অধিবেশনে একজন সদস্য ৫টি প্রশ্ন এবং ৫টি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন। সিনেট সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত তিনজন (রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ১ জন, শিক্ষাবিদ ১২ জন এবং বিশিষ্ট নাগরিক ১ জন) সদস্য সিন্ডিকেটের সদস্য হতে পারবেন। এছাড়া ফিন্যান্স কমিটির সদস্য হিসেবে ১ জন এবং ট্রাইব্যুনালে ৬ জন সিনেট সদস্য থাকতে পারবেন। বছরে একবার সিনেট অধিবেশন হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জানা যায়, সিনেটের মোট সদস্য ১০৪ জন। এর মধ্যে পদাধিকার বলে ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ, সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সরকারী কর্মকর্তা, জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সংসদ সদস্য, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ৫ জন শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত গবেষণা সংস্থার ৫ জন প্রতিনিধি, একাডেমিক পরিষদ কর্তৃক মনোনীত অধিভুক্ত ও প্রতিনিধিত্বকারী কলেজসমূহের ৫ জন অধ্যক্ষ এবং ১০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি (নির্বাচিত), ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি (নির্বাচিত) এবং ডাকসুর ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি (বর্তমানে শূন্য)। মোট ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ৩৫ জন এবং ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান রয়েছে। এছাড়া বাকী সকল সদস্য যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় বলে সূত্র জানান।

সূত্র জানায়, সিনেটকে কার্যকর করার জন্য ১৯৯৯ সালের সিনেটের সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বছরে ১টি অধিবেশনের পরিবর্তে সাধারণত ২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকয়েক বিষয়ের বাইরেও আলোচনা হবে। কিন্তু অদ্যাবধি এই বিষয়টি কার্যকর হয়নি। বছরে দুটি অধিবেশন ডাকার ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে খুবই কম ঘটেছে বলে জানা যায়। সিনেট সদস্যদের বর্তমান ক্ষমতা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক এবং সিনেট সদস্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ বলেন, গতানুগতিকভাবে একটি ধারা চলে আসছে। এখানে সবশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আইনগতভাবে সিনেট সদস্যদের যেটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকু যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ ঘটে তবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং সিনেট সদস্য অধ্যাপক আর আই আমিনুর রশীদ বলেন, সিনেটকে আরো কার্যকরী করার পদক্ষেপ নেয়া উচিত। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন পেশার জনগণের মতামত নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়া উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি এবং সিনেট সদস্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান বলেন, সিনেট সদস্যদের দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিশেষ করে শিক্ষার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সিনেট সদস্যদের বেশী বেশী সংযুক্ত করা উচিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং সাবেক সিনেট সদস্য অধ্যাপক নুরুন্নবী রশীদ বলেন, সিনেটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা বলা হলেও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কোন আলোচনা হয় না। যারা ভিসি থাকেন তারাও যেনতেন প্রকারে দুই দিনে সর্বোচ্চ ৭ ঘণ্টায় অধিবেশন শেষ করতে অধিক আগ্রহী থাকেন। তারা সিনেটকে কার্যকর করার ব্যাপারে সচেতন হন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিনিয়র শিক্ষক বলেন, বছরে একটি অধিবেশন প্রত্যেক সদস্যকে একটি ব্যাগ দেয়া, ৪ বছর অন্তর ভিসি প্যানেলে ভোট দেয়া, অধিবেশনের দিনে-রাতে একটি ডিনারের মধ্যেই সিনেট সীমাবদ্ধ। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় এটি কোন কাজে আসে না এবং শুধু শুধু অর্থ ব্যয়।

...রয় ...চিকিৎসা ...ও উন্নয়ন ...বাশিক্ষণ, পুনর্বাস ...হজ শর্তে ঋণসহ বিভিন্ন ...অর্জনের মাধ্যমে ঋণ সুবিধা ...এছাড়া পতনশীল সেক্টরে উন্নয়নের ...কারী পর্যায়ে স্থাপিত দুঃস্থ নারীকে আর্থ ...করণ ও উৎসাহিত করার জন্য 'ইনসেনটিভ ...রপোর্ট' প্রবর্তন বার্ষিক পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে।

সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমেই

(৩য় পৃঃ পর)

বিভাগের উদ্যোগে 'রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বক্তারা বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমেই রাজনীতিতে ... অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব। ... প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় ... ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আ... নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি... রাখেন উল্লিখিত... নাইয়ের...